RAMSADAY COLLEGE, AMTA, HOWRAH

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

SEMESTER-II (Hons.) (CC-3)

MODULE-I

NAME OF THE TEACHER-TANUSHREE SARKAR

PAPER-CONSTITUTIONAL GOVERNMENT IN INDIA

TOPIC- FEATURES OF THE INDIAN JUDICIAL SYSTEM

Very short Questions:-

(1) ভারতে কোন সালে এবং প্রথম কোন কোন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়?

→ ১৮৬১ (1861), কলকাতা, মুম্বাই এবং মাদ্রাজ হাইকোর্ট।

(২) ভারতের বিচার বিভাগের ৩ কাঠামো লিখো।

→ * ভারতের সুপ্রীম কোর্ট
* এক বা একাধিক রাজ্যের জন্য হাইকোর্ট।
* প্রত্যেক বিন্যস্ত অধঃস্তন আদালত সমূহ।
* স্থানীয় ছোট খাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিবাদ মীমাংসার জন্য রয়েছে পঞ্চায়েত আদালত।

(৩) ভারতের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আদালতের নাম উল্লেখ কর।

→ ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রীম কোর্ট এবং সর্বনিম্ন আদালতের নাম নিম্নতর আদালত সমূহ।

(৪) ভারতের বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার রক্ষাকবচগুলির কি?

– ভারতের সংবিধানে পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত না হলেও বিচার বিভাগকে শাসন ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন বিচারপতিদের নিয়োগ, কার্যকাল, বেতন ও ভাতা এবং পদচ্যুতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে সংবিধানে নীয়মনীতি লিপিবদ্ধ

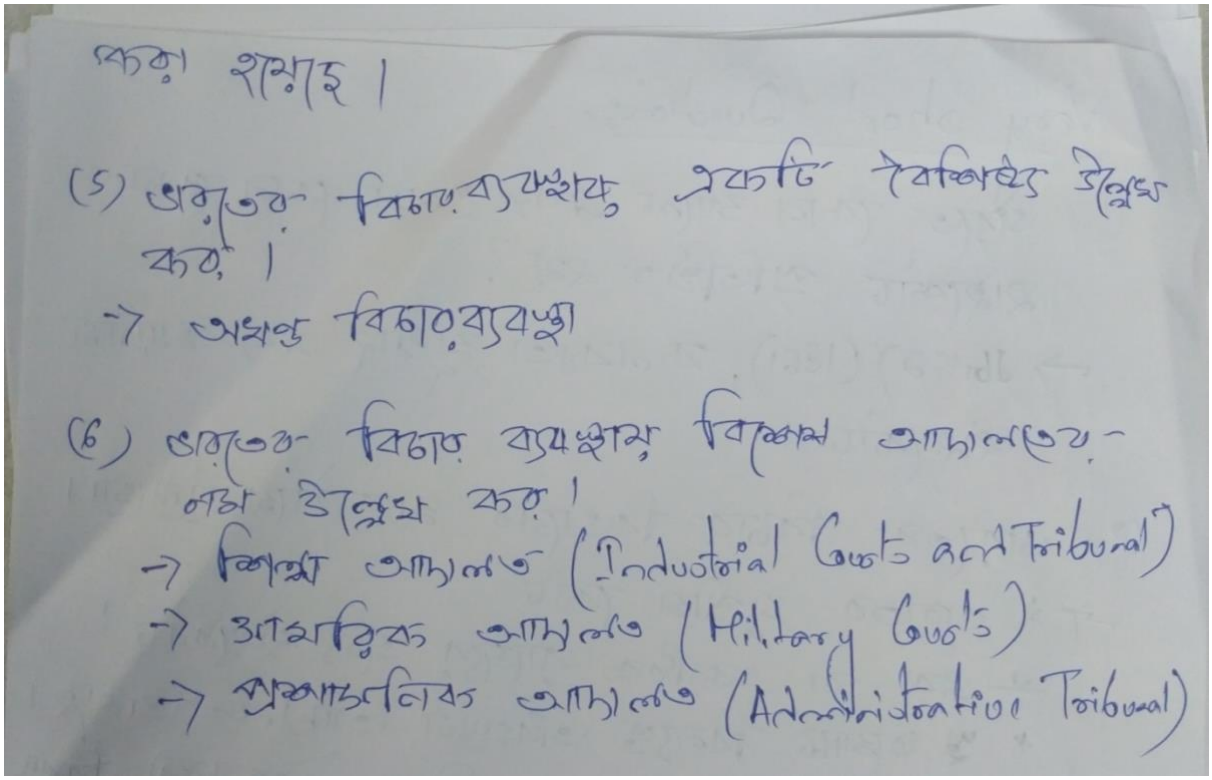

করা হয়েছে।

(5) ভারতের বিচারব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

→ অখণ্ড বিচারব্যবস্থা

(6) ভারতের বিচার ব্যবস্থায় বিশেষ আদালতের নাম উল্লেখ কর।

→ শিল্প আদালত (Industrial Courts and Tribunal)

→ সামরিক আদালত (Military Courts)

→ প্রশাসনিক আদালত (Administrative Tribunal)

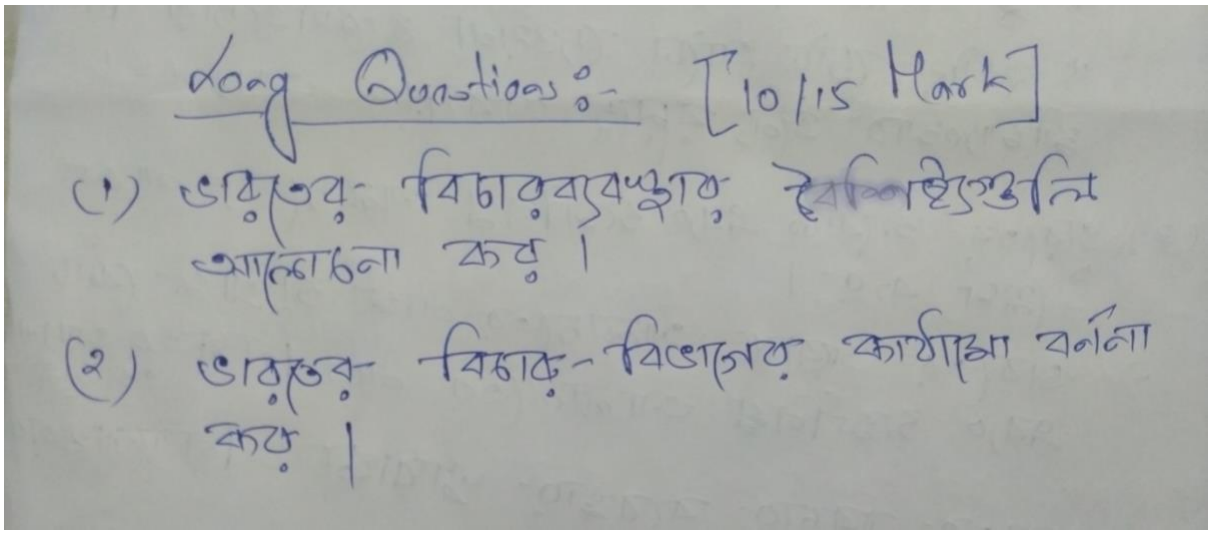

Long Questions :- [10/15 Mark]

(1) ভারতের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(2) ভারতের বিচার-বিভাগের কাঠামো বর্ণনা কর।

Answers of Long questions Q.1 and Q.2 is below

অধ্যায় ১৬

ভারতের বিচারব্যবস্থা
[Judicial System of India]

অধ্যায়সূচী

|| (১) ভূমিকা (২) ভারতের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (৩) প্রধান ধর্মাধিকরণ বা সুপ্রীম কোর্ট (৪) সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (৫) সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা (৬) বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষা এবং ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টসমূহ (৭) জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা ও ভারতের সুপ্রীমকোর্ট (৮) সুপ্রীমকোর্টের সামাজিক ন্যায় বিচারপীঠ (৯) ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট ও মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট (১০) ভারতে বিচার-বিভাগীয় স্বাধীনতা (১১) হাইকোর্ট (১২) হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (১৩) অধস্তন আদালতসমূহ (১৪) ভারতীয় বিচারব্যবস্থার সংস্কার (১৫) বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা (১৬) লোকপাল ও লোকায়ুক্ত ||

১৬.১ ভূমিকা (Introduction)

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল বিচার ব্যবস্থা। তাই এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থার সংগঠনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিচার-বিবেচনা করা হয়। ভারতের সংবিধানের রচয়িতারাও সুচিন্তিতভাবে এ দেশের বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে যত্নবান হয়েছেন। ভারতের বিচার ব্যবস্থায় পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ও বিচার-বিভাগীয় প্রাধান্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও মার্কিন শাসনব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ভারতে বিচার-বিভাগের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন দেশের সাংবিধানিক দৃষ্টান্তকে পুরোপুরি অনুসরণ করা হয় নি। ব্রিটিশ সাংবিধানিক কাঠামোর মূল ভিত্তি হল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে বিচার-বিভাগ কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না। অপরদিকে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় বিচার-বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেকে সুপ্রীম কোর্টকে আইনসভার তৃতীয় কক্ষ (third chamber of the legislature) বলে অভিহিত করে থাকেন। ভারতে কিন্তু ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার-বিভাগীয় প্রাধান্য—এই দু'টি তত্ত্বের কোনটিকেই এককভাবে বা পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয় নি। এখানে এই দ্বিবিধ তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতে বিচারব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে সংবিধান রচয়িতারা বিশেষ এক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই আদর্শটি হল নাগরিক অধিকারকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা।

ভারতে বিচারব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে। এই উদ্দেশ্যগুলি হল: (১) সামাজিক বিপ্লবের সহায়ক সংস্থান হিসাবে বিচার-বিভাগকে সংগঠিত করা; (২) বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ; এবং (৩) দেশের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে এক অখণ্ড বিচারব্যবস্থার সংগঠন। ভারতের বিচারব্যবস্থা এক ও অখণ্ড। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং সকলের জন্য একই বিচারব্যবস্থা ভারতে বর্তমান। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ আদালতের ব্যবস্থা আছে। উদাহরণ হিসাবে শিল্প-আদালত (Industrial Courts and Tribunals)-এর কথা বলা যায়। এই আদালত শিল্পক্ষেত্রে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করে।

১৬.২ ভারতের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Indian Judiciary)

ভারতের বিচারব্যবস্থা হল এক ও অখণ্ড। এই অখণ্ড বিচারব্যবস্থার শীর্ষে আছে সুপ্রীম কোর্ট। তার নীচে আছে হাইকোর্ট এবং অধস্তন আদালত সমূহ। ভারতের বিচারব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয়।

(১) অখণ্ড বিচারব্যবস্থা : ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দু'শ্রেণির বিচারব্যবস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় ও আইনসংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার জন্য থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। অপর দিকে রাজ্যের বিষয় ও আইন সম্পর্কিত বিরোধ বিচারের জন্য থাকে অঙ্গরাজ্যের আলাদা আদালত। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের দ্বৈত বিচারব্যবস্থা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রের মত অঙ্গরাজ্যগুলিতেও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সুপ্রীম কোর্ট আছে। কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বৈত বিচারব্যবস্থার নীতি স্বীকার করা হয় নি। গণপরিষদে আলোচনার প্রাক্কালে ডঃ আম্বেদকর (Dr. B. R. Ambedkar) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু মোটেই দ্বৈত বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় নি। ভারতের বিচারব্যবস্থা অখণ্ড (integrated judicial system)। সমগ্র দেশে এক সুসংবদ্ধ বিচার-বিভাগীয় কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এই অখণ্ড বিচারব্যবস্থার শীর্ষে আছে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের অধীনে আছে অঙ্গরাজ্যগুলির হাইকোর্টসমূহ। হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভিন্ন স্তরের নিম্নতর আদালতসমূহ (Subordinate Courts) বর্তমান।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট দুর্বল : ভারতের সর্বোচ্চ আদালত হল সুপ্রীম কোর্ট। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত ভারতের সুপ্রীম কোর্ট শক্তিশালী নয়। সংবিধান-বিরোধী আইনকে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বাতিল করে দিতে পারে; কিন্তু 'আইনের ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি' (Due Process of Law) অনুসারে আইনের নীতি ও যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে না। অপরদিকে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি'র ভিত্তিতে বিচার করে দেখতে পারে যে কোন একটি আইন স্বাভাবিক ন্যায়নীতির বিরোধী কিনা। তা ছাড়া জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না।

(৩) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য : ভারতীয় সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য স্বীকার করা হয়েছে। এখানে সংবিধান অনুসারে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং একই আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত। কিন্তু এই নিয়মের বহু ব্যতিক্রম আছে। যেমন সংবিধানের ৩৬১ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল কতকগুলি বিশেষ-সুবিধা ও অব্যাহতি ভোগ করেন। স্ব স্ব পদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আদালতের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন না। স্বপদে বহাল থাকাকালীন সময়ে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা এবং গ্রেপ্তার বা আটকের পরোয়ানা জারি করা যায় না। তেমনি আবার বিদেশী শাসক এবং রাষ্ট্রদূতরা ভারতীয় আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এই সমস্ত ব্যতিক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

(৪) বিশেষ আদালত : নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের বিবাদ বিচারের জন্য বিশেষ আদালত আছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের পরিবর্তে শাসন-বিভাগীয় বিশেষ আদালতে বিরোধ মীমাংসা হয়। উদাহরণ হিসাবে ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প আদালতের কথা বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আছে আলাদা শিল্প আদালত (Industrial Court and Tribunals)। তা ছাড়া সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে বিচারের জন্য গঠন করা হয় সামরিক আদালত (Military Courts)। ৪২তম সংবিধান সংশোধনের (১৯৭৬) পর এখন পার্লামেন্ট আইন করে প্রশাসনিক আদালত (Administrative Tribunal) গঠন করতে পারে। সরকারী কর্মচারী এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সংস্থাসমূহে কর্মরত ব্যক্তিদের চাকরি সম্পর্কিত সকল বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার দায়িত্ব প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের উপর ন্যস্ত করা যায়।

(৫) ভারতে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হয় নি। কিন্তু সংবিধানে বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধানের ৫০ ধারায় বলা হয়েছে : "The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state." কিন্তু বাস্তবে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগের এবং বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৬) বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতেও বিচারপতিদের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭) সমগ্র দেশে একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হয়। অঙ্গরাজ্যগুলিতে পৃথক পৃথক দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদিত হয় না।

(৮) মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ত্রুটি হিসাবে গণ্য হয়; অধিকাংশ মামলাই দীর্ঘকাল ধরে অমীমাংসিত থাকে। এক-একটি মামলার নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘকাল লেগে যায়। সুপ্রীম কোর্ট ও বিভিন্ন হাইকোর্টে বহু মামলা দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ঝুলে আছে। এ রকম বিলম্বের ফলে ন্যায়নীতি বিঘ্নিত হয়।

(৯) ব্যয় বাহুল্য ভারতীয় বিচারব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি। উকীল-ব্যারিষ্টারের পিছনে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে মক্কেলকে বহু টাকা ব্যয় করতে হয়। তার ফলে সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের পক্ষে ন্যায়বিচার লাভ করা এক রকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে দরিদ্রদের জন্য বিনা ব্যয়ে আইনগত সাহায্য দেওয়ার

(১০) পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে বিচারপতিরা আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। ভারতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এখানে শাসন-বিভাগ বিচারপতিদের নিযুক্ত করে। তবে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকা আছে।

(১১) বর্তমানে ভারতে জুরীর সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা নেই।

(১২) ভারতে ভ্রাম্যমান আদালত ও নাগরিক বিচারের ব্যবস্থা নেই।